দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ SEP. 5 1999
পৃষ্ঠা কলাম

35

এইচএসসি পর্যালোচনা

ভারসাম্যপূর্ণ রেজাল্টের জন্য একটি শিক্ষা বোর্ড গঠন করা জরুরী

সাখাওয়াৎ আনসারী

১৯৯৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। মোট পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের একযোগে প্রকাশিত ফলে পাসের হার ৫৩.৩৯। একই সিলেবাসের অধীনে একই প্রশ্নপত্রে দেশের এ পর্যায়ে সকল ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেও পাসের হার বিভিন্ন বোর্ডে বিভিন্ন। যেমন, ঢাকা-৫২.২০, চট্টগ্রাম ৬৮.৯৩, রাজশাহী-৬১.৮৯, কুমিল্লা-৪৫.৪৬, যশোর ৪২.৭৩। একই সিলেবাসের অধীনে একই প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় বিভিন্ন বোর্ডের ফলে এত তারতম্য কেন? এ জাতীয় প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়। কেউ কেউ সহজ-সচল উত্তর দিতে পারেন, এ বছর সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রের সমাবেশ ঘটেছে চট্টগ্রামে, সবচেয়ে কম মেধাবীদের সমাবেশ ঘটেছে যশোরে। আমরা এ জাতীয় সরল সমীকরণে সন্তুষ্ট নই। এমনটিই যদি হবে তবে সে সুযোগ পাবার কথা ঢাকা বোর্ডের। অথচ ঢাকা বোর্ডের ফল হয়েছে ৫টি বোর্ডের গড় ফলের সবচেয়ে কাছাকাছি। সে বিচারে ঢাকার ফলকেই আদর্শ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দু'টি বোর্ডের পাসের হার যে এক হবে না সে ব্যাপারে আমাদের কোনই দ্বিমত নেই। কিন্তু পার্থক্য কি এতটাই বেশি হবে? পাসের হারে সর্বোচ্চ চট্টগ্রামের চেয়ে সর্বনিম্ন যশোরের পার্থক্য ২৬.২০ শতাংশ। এটা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না যে, চট্টগ্রামে এত বিপুল পরিমাণে মেধাবী ছাত্রের সমাবেশ ঘটেছে। বরং এটা পরীক্ষা পদ্ধতির কোন গলদকেই চিহ্নিত করে এবং পাঁচটি বোর্ডকে একীভূত করে একটিমাত্র সম্মিলিত বোর্ডের প্রয়োজনীয়তাকেই নির্দেশ করে। আমরাও তেমনটিই প্রস্তাব করছি।

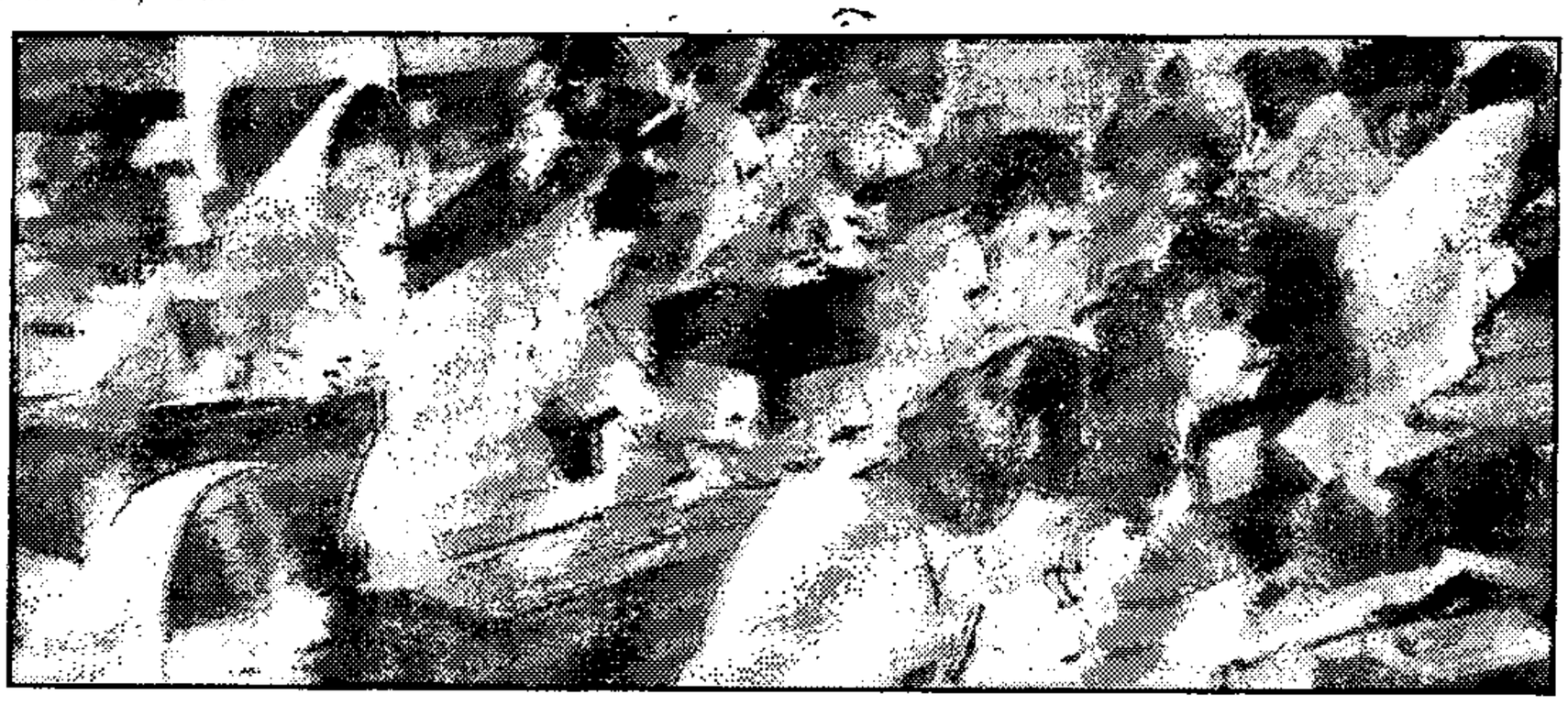

পাসের হার ৫৩.৩৯ শতাংশ অর্থ হলো ফেলের হার ৪৬.৬১ শতাংশ। ইতিবাচক দিক হলো পাসের হার ফেলের হার থেকে সৌনে সাত শতাংশ বেশি। কিন্তু এটাও সত্য যে, দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা, পরীক্ষা পদ্ধতি, কলেজ শিক্ষক সমাজ, গাইড বইসহ সকল ধরনের পাঠ্যতপুস্তক, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউশনির ব্যবসা, অসাধু নকল প্রবণতা– সবকিছু মিলেও প্রায় ৪৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে পাস করাতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে, কত শতাংশ কৃতকার্যতায় আমরা খুশি। উত্তর অবশ্যই ১০০ শতাংশ। অনেকের মন্তব্য বেশি পাস করলে ভর্তি সমস্যাসহ চাকরি ক্ষেত্রে আরও সমস্যা বাড়বে। সেটা ভিন্নতর সমস্যা। অশিক্ষিত কর্মহীনতা থেকে শিক্ষিত কর্মহীনতা কম অনিষ্টকর।

এবার তাকানো যেতে পারে মেধা তালিকার দিকে। প্রতিবছরের মতো এবারও বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। সারা দেশে কয়েক শ' কলেজ থাকলেও মেধা তালিকায় যারা স্থান করে নিয়েছে তারা এসেছে গুটিকয় কলেজ থেকে। বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই বলে আমরা শুধু ঢাকা বোর্ডের ফলকে বিশ্লেষণ করতে পারি। অন্যান্য বোর্ডের ফল বিশ্লেষণে একই চিত্র বেরিয়ে আসবে। বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের প্রতিটিতে ২০টি করে মোট ৬০টি মেধাস্থান দখল করেছে মোট ৯১ জন। এর মধ্যে বিজ্ঞানে ৩৮, মানবিকে ২৪ এবং বাণিজ্য বিভাগে রয়েছে ২৯ জন। দুঃখজনক হলো, ঐ ৯১ জন হলো মাত্র ১৫টি কলেজের। আরও উদ্বেগজনক হলো। ৮টি কলেজ থেকে মেধাস্থান দখল করেছে ১০ জন এবং বাকি ৭টি কলেজ থেকে ৮১ জন। অর্থাৎ, ৭টি কলেজ থেকে মেধাস্থান দখল করেছে ৯০ শতাংশ। কলেজগুলো হলো ঢাকা কলেজ, ভিকারুন্নিসা নূন কলেজ, নটরডেম কলেজ, মির্জাপুর, ক্যাডেট কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজ এবং ডিকে আইডিয়াল সৈয়দ আতাহার আলী একাডেমী। লক্ষণীয়, এ সাতটি কলেজের ছয়টিই (?) ঢাকা শহরে অবস্থিত। অন্যটি শহরে অবস্থিত না হলেও বিশেষ ধরনের সুবিধার অধিকারী। প্রশ্ন হলো, বাকি কলেজগুলোর ছাত্রছাত্রীরা মেধাস্থানে আসতে ব্যর্থ হলো কেন? অনেকেই বলবেন, এ কলেজগুলোতে পড়াশোনার মান ভাল। এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। ঢাকা কলেজের পুরো শিক্ষক সমাজকে যদি ধামরাই কলেজে বদলি করা হয় তাহলেই কি ধামরাই কলেজের ফল ঢাকা কলেজের মতো হবে? অবশ্যই নয়। এ সাতটি কলেজে ভর্তিই হয় অপেক্ষাকৃত ভাল ছাত্রছাত্রী। গত বছরের তুলনায় এ বছরের ফলকে কিছুটা ইতিবাচকই বলা যায়। গত বছর ৭টি কলেজ থেকে মেধাস্থান দখল করেছিল মোট ৮০ শতাংশ। আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে তখনই ভাল বলব যখন উন্নততর ফল আরও অনেক বেশি সংখ্যক কলেজে ছড়িয়ে পড়বে।

মেধা তালিকা প্রকাশের আদৌ কি কোন প্রয়োজন রয়েছে! ফলের দিকে তাকালে কিছু 'আশ্চর্য চিত্র' বেরিয়ে আসে। পাঁচটি বোর্ডের প্রতিটির বিজ্ঞান, মানবিক এবং বাণিজ্য–এ তিন 'ক্যাটাগরি'তে ১৫ +১৫ =৩০ ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্থান পেয়েছে। সম্মিলিতভাবে বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নম্বর উঠেছে যথাক্রমে ৯৭১ এবং ৮৫৯; মানবিকে ৯৩৩ এবং ৭২১; বাণিজ্যে ৮৬২ এবং ৭২৭। মেধা তালিকায় স্থান করা সর্বোচ্চ নম্বর ৯৭১ (যশোর বোর্ড, বিজ্ঞান) এবং সর্বনিম্ন নম্বর ৭২১ (চট্টগ্রাম বোর্ড, মানবিক)। এ দুয়ের পার্থক্য ২৫০ হলের এরা দু'জনেই মেধা তালিকায় স্থানলাভকারী। ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞানে সর্বনিম্ন নম্বর ৯১৫, অথচ চট্টগ্রাম বোর্ডে বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বরই ৯০১। মানবিকেও একই অবস্থা। ঢাকা বোর্ডে মানবিকে সর্বনিম্ন ৮৩২; চট্টগ্রাম বোর্ডে মানবিকে সর্বোচ্চ ৮১৯। সমীকরণটি এমন, ঢাকা বোর্ডের যারা বিজ্ঞানে ৯১৪ এবং মানবিকে ৮৩১ পেয়েও মেধা তালিকায় স্থান পায়নি, তারাই চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দিলে প্রথম হতে পারত। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বোর্ডের বিজ্ঞান ও মানবিকে প্রথম হওয়া ছাত্র দু'জনও ঢাকা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দিলে মেধাস্থানলাভে ব্যর্থ হতো। সবচেয়ে উদ্ভট যে বিষয় তা হলো, 'স্টার মার্কস' না পেয়েও মেধাস্থানলাভ করা। চট্টগ্রাম মানবিকে ৯-২০তম স্থান দখলকারী ১২ জনই 'স্টার মার্কস' পায়নি। অথচ ঢাকা মানবিকের ২০তম স্থানলাভকারীই পেয়েছে ৮৩২ নম্বর, যা 'স্টার মার্কস'-এর সর্বনিম্ন নম্বর থেকে ৮২ নম্বর বেশি। চট্টগ্রাম বাণিজ্যের ১০-২০ পর্যন্ত ১১টি এবং কুমিল্লা রাণিজ্যের ১৩-২০ পর্যন্ত ৮টি মেধাস্থানলাভকারী 'স্টার মার্কস' পায়নি। মানবিকে নম্বর কম ওঠে এ রকম একটি কথা চালু আছে। তাহলে চট্টগ্রাম বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ নম্বর ৯০১ এবং ঢাকা মানবিকের সর্বোচ্চ নম্বর ৯৩৩ হয় কিভাবে? পাঁচ বোর্ডের মধ্যে বিজ্ঞান, মানবিক এবং বাণিজ্য– তিন বিভাগেই সর্বনিম্ন নম্বর পেয়েও চট্টগ্রাম বোর্ডের পাসের হারই সর্বোচ্চ ৬৮.৯৩ শতাংশ। এতে অনেকেরই হয়ত ধারণা হবে চট্টগ্রাম বোর্ডের ফলই সবচেয়ে ভাল। কিন্তু প্রকৃত চিত্র যে বিপরীত তা তো আমরা ওপরেই অনেকটা দেখলাম। আমরা একটিমাত্র সম্মিলিত বোর্ডের প্রস্তাব করছি। সকল ধরনের অসঙ্গত ও ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতির আশু সংস্কার কামনা করছি।